১১-১০-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - সর্বদা এই নেশাতেই থাক যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ। আমাদের এই ঈশ্বরীয় কুল হল সর্বোত্তম।"

প্রশ্নঃ- ওপরে অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার লিফ্ট কখন পাওয়া যায় এবং সেই লিফ্টে কে কে বসতে পারে?

উত্তরঃ- এখন সঙ্গমযুগেই ওপরে অর্থাৎ ঘরে যাওয়ার লিফ্ট পাওয়া যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত কেউ বাবার বাচ্চা না হবে, ব্রাহ্মণ না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিফ্টে বসতে পারবে না। লিফ্টে বসার জন্য পবিত্র হও এবং স্ব-দর্শন চক্র ঘোরাও - এইগুলো হল ডানা। এই ডানার ওপর ভর করেই ঘরে যেতে পারবে।

গীতঃ- ধৈর্য্য ধর রে মন, তোর সুখের দিন এই এল বলে...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ, যাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী বলা হয় তারা এখন গুপ্তবেশে পড়াশুনা করছে। তোমাদেরকে দেখে কেউই বুঝতে পারবে না যে এরা হল সঙ্গমযুগী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী। তোমরা বাচ্চারা জানো যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী। তাই নিজেদের বংশের জন্য তোমাদের মধ্যে নেশা আছে, কারণ তোমরাই হলে ঈশ্বরীয় বংশের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং ঈশ্বর বসে তোমাদেরকে আপন বানিয়েছেন তাঁর সাথে নিয়ে যাওয়ার জন্য। বাচ্চারাও জানে এবং বাবাও জানেন যে আত্মারা পতিত হয়ে গেছে এবং এখন পবিত্র হতে হবে। বাচ্চাদের এখন নিশ্চয় হয়ে গেছে যে আমরা হলাম শিব-বংশী ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী। তোমাদের নাম-ই হল ব্রহ্মাকুমার-ব্রহ্মাকুমারী। সমগ্র দুনিয়াই হল শিব-বংশী কিন্তু ব্রাহ্মণকুল ভূষণ হতে গেলে আগে শিববাবাকে চিনতে হবে। এখন তোমরা সাকার অবস্থায় বাবার বাচ্চা হয়েছ। নিরাকার দুনিয়াতে থাকার সময়ে তোমরা হলে সর্বোত্তম শিব-বংশী। কিন্তু বাবা যখন সাকারে আসেন তখন তোমরা ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী হয়ে যাও। বাবা মুহূর্তের মধ্যে কি থেকে কি বানিয়ে দেন। বাবা বলে ডেকেছে এবং বাচ্চা হয়ে গেছে। যেমন আত্মা মুখ দিয়ে কথা বলে কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় না, সেইরকম আমিও এখন সাকারে এসেছি, কথা বলছি। যেমন তোমরা যতক্ষণ না শরীর পাচ্ছ ততক্ষণ কিভাবে তোমাদের ভূমিকা পালন করবে? তোমরা তো বাল্য, যুবক এবং বৃদ্ধ অবস্থায় আসো। কিন্তু আমি এই অবস্থাগুলোতে আসি না। তাই জন্যেই বলা হয় আমার জন্ম অলৌকিক এবং দিব্য। তোমরা গর্ভে প্রবেশ কর। আমি স্বয়ং বলছি যে এর অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে বাণপ্রস্থ অবস্থায় ব্রহ্মার শরীরে আমি প্রবেশ করি এবং তোমাদেরকে পড়াই। তোমাদেরকে কোনো মানুষ পড়ায় না, কারণ কোনো মানুষের মধ্যেই জ্ঞান নেই। ওরা বলে - হে পতিত-পাবন, তুমি এসো। কিন্তু পতিত-পাবন কে? কৃষ্ণ তো সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার ছিল, সে তো পতিত-পাবন হতে পারবে না। মৃত্যুর সময়ে মানুষকে বলা হয় রাম নাম করতে বলা হয় কিংবা ফাঁসি দেওয়ার সময়ে পাদ্রিরা বলে গড-ফাদারকে স্মরণ করো। কারণ কেবল গড-ফাদার-ই হলেন সুখদাতা। এখন সঙ্গমযুগ, এরপর আমাদের সুখের দিন আসছে - বাবা এসেই সকল রহস্য বোঝান। ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এটাই হল সঙ্গমযুগের মনোরম সময়। কেবল এটাই হল ওপরে ওঠার যুগ। যেমন ওপরে ওঠার জন্য লিফ্ট থাকে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র না হবে, স্ব-দর্শন চক্রধারী না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত লিফ্টে বসতে পারবে না। মায়া আমাদের ডানা কেটে দিয়েছিল। এখন পুনরায় ডানা ফিরে পাচ্ছি। বাবার বাচ্চা হলে, ব্রাহ্মণ হলে তবেই ডানা প্রাপ্ত হয়। এখন সঙ্গমযুগে ব্রাহ্মণ হয়েছে, এরপর দেবতা হবে। অতএব,

তোমরা এখন সঙ্গমযুগী, সত্যযুগের রাজধানীতে যাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। সকলের জন্যই সুখের সময় আসছে। তোমাদেরকে ধৈর্য্য ধরতে বলা হচ্ছে। বাকি দুনিয়া তো ঘোর অন্ধকারে রয়েছে। বাবা তোমাদেরকে স্ব-দর্শন চক্রধারী ব্রাহ্মণকুল ভূষণ বলেন। নতুন কেউ এই কথা শুনলে বলবে - এরা কেমন করে স্ব-দর্শন চক্রধারী হবে? স্ব-দর্শন চক্রধারী তো বিষ্ণু। তাহলে তো অনেক পার্থক্য হয়ে গেল। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো চক্র রয়েছে। এই সময়ে তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান, এরপর দৈবী সন্তান হবে। তারপরে বৈশ্য এবং শূদ্র সন্তান হও। বর্তমান সময়ে সবথেকে উঁচু বংশ হল ঈশ্বরীয় বংশ। সমস্ত মহিমা (স্তুতি) প্রকৃতপক্ষে শিববাবার-ই। তারপরে শিবশক্তিদের মহিমা এবং তারও পরে দেবতাদের মহিমা করা হয়। কারণ তোমরা এখন সেবা করছ। যে সেবা করে সে-ই পদ পায়। শারীরিক সমাজ সেবক তো অনেক রয়েছে, কিন্তু তোমরা হলে আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক। তোমাদের এখন রুহানি নেশা আছে যে আমরা অশরীরী অবস্থায় এসেছিলাম এবং এসে আমাদের স্বরাজ্য নিয়েছিলাম। এখন তোমরা বাবার কাছ থেকে জ্ঞান পেয়েছ এবং তোমাদের স্মৃতি এসেছে - একেই বলা হয় স্মৃতিলব্ধা। বাবা এসেই স্মৃতি দিচ্ছেন যে তোমরাই দেবতা এবং ক্ষত্রিয় ছিলে। এখন ৮৪ জন্মের পর এসে মিলিত হয়েছ। এটা হল সঙ্গমযুগে আত্মা-পরমাত্মার কুম্ভমেলা। পরমাত্মা এসে পড়াচ্ছেন অর্থাৎ সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি গীতা জ্ঞান দিচ্ছেন। কিন্তু ওরা গীতাতে কৃষ্ণের নাম লিখে দিয়েছে। যদি তাই হত তাহলে সবাই তো কৃষ্ণকে জড়িয়ে ধরত কারণ কৃষ্ণের চেহারা খুবই আকর্ষক ছিল। সত্যযুগের প্রথম রাজকুমার। কৃষ্ণের আত্মা এবং কৃষ্ণপুরীর অন্যান্য আত্মারা এখন শুনছে। তোমাদের এখন স্মৃতি এসেছে যে আমরাই কৃষ্ণপুরী অথবা লক্ষ্মী-নারায়ণপুরীতে ছিলাম। বাবা হলেন নলেজফুল। বাবার মধ্যে যে নলেজ (জ্ঞান) আছে সেইগুলো আমাদেরকে দিচ্ছেন। কিসের নলেজ? পরমাত্মাকে বীজরূপ বলা হয়, উনি আমাদেরকে পুরো বৃক্ষের জ্ঞান দিচ্ছেন। যেহেতু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই তিনি পতিত-পাবন। লেখার সময়ে বুঝে শুনে লেখ। আগে পতিত-পাবন বলবে না কি আগে জ্ঞানের সাগর বলবে। জ্ঞান আছে বলেই তো তিনি পতিতদেরকে পবিত্র বানান। তাই আগে জ্ঞানের সাগর এবং তারপর পতিত-পাবন লেখা উচিত। মানুষ কিভাবে ৮৪ জন্ম নেয় সেটা জ্ঞানের সাগর বাবা-ই শোনান। একজনের জন্য তো বলবেন না। এটা হল রাজযোগের পাঠশালা। পাঠশালাতে কি একজনকে পড়ানো হয়? অনেকজন থাকে। আমরা তাঁকে বাবা এবং শিক্ষক বলি। তাই তিনি নিশ্চয়ই অনেকজনকেই পড়াবেন। তোমরা দেখছ যে তিনি বেহদের বাচ্চাদেরকে পড়াচ্ছেন এবং তাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বৃক্ষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। যখন খুব ছোট থাকে তখন পাখি খেয়ে নেয়। তোমরা দেখছ যে এই বৃক্ষতেও এমন মায়ার তুফান আসে যে ভাল ভাল বাচ্চাও ঝরে যায়। শুরুর দিকে বাচ্চাদের মধ্যে খারাপ চাল-চলন দেখলে বাবা বলতেন - তোমার চলন এইরকম হওয়ার জন্য তুমি এখানে টিকতে পারবে না, তাই শ্রীমৎ অনুসারে চল। ওরা তখন বলত - যাই হোক না কেন, আমরা কখনো চলে যাব না। কিন্তু তারাও চলে গেছে। তাই জন্যেই গায়ন আছে- আশ্চর্য হয়ে শুনল, অন্যকেও শোনাল কিন্তু তারপর চলে গেল। তোমরা এখন বাস্তবে এইসব দেখছ। এইরকম ঘটনা ঘটছে কারণ মায়া সামনেই দাঁড়িয়ে আছে, মল্লযুদ্ধ হচ্ছে। মল্লযুদ্ধের সময়ে দুইপক্ষই পালোয়ান হয়। তবুও কখনো কারোর হার হয়, কখনো কারোর জিৎ হয়। তোমাদের এখন মায়ার সঙ্গে যুদ্ধ। মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করে তোমরা রাজত্ব স্থাপন করছ। বাবা বলেন, এইসব বোমা হল বিনাশের লক্ষণ। শাস্ত্রতে লেখা আছে যে পেট থেকে মুষল বেরিয়ে নিজের কুলের-ই বিনাশ করেছিল। তোমরা জানো যে বাবা পবিত্র দুনিয়া বানাতে এসেছেন। তাই পুরাতন দুনিয়ার বিনাশ অবশ্যই হবে। নাহলে আমরা রাজত্ব করব কোথায়। এই পড়ার প্রাপ্তি আগামী নতুন দুনিয়ার জন্য। অন্যান্য সকল পুরুষার্থ কেবল এই দুনিয়ার জন্য। সন্ন্যাসীরা যে পুরুষার্থ করে সেটাও এই

দুনিয়ার জন্য। তোমরা বল যে আমরা এখানে এসে রাজত্ব করব। কিন্তু গুপ্তরূপে থাকার জন্য তোমরা বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে ভুলে যাও। নাহলে কোনো বড় ব্যক্তি কোথাও গেলে তাকে কত আপ্যায়ন করে। লন্ডন থেকে যখন রানী এসেছিল তখন কত ধুমধাম করে আপ্যায়ন করেছিল। কিন্তু বাবা কত বড় কর্তৃত্ব, অথচ বাচ্চারা ছাড়া কেউ তাঁকে জানেই না। আমাদের পক্ষে বেশি জাহির করাও সম্ভব নয়। কারণ এইগুলো সব নতুন কথা। মানুষ সংশয় প্রকাশ করে বলে - ব্রহ্মা এখানে কোথা থেকে এল? কারণ আজকাল অনেকেই অনেক টাইটেল (উপাধি) রেখে দেয়। বাবা বলছেন, এটা হল অন্ধের নগরী... কিছুই জানে না। যদি সাধু-সন্ত এবং গুরুরা জানতে পেরে যায় যে বাবা এসেছেন, যাঁকে আমরা সর্বব্যাপী বলে এসেছি সেই বাবা এখন এসে মুক্তি-জীবনমুক্তি দিচ্ছেন তাহলে তারাও নেওয়ার জন্য চলে আসবে এবং এমনভাবে পায়ে এসে পড়বে যে আমি ছাড়াতেই পারব না। তখন সবাই বলবে যে ইনি জাদু জানেন এবং গুরুদের মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এইরকম হবে না। অন্তিমে এইরকম হবে। কথিত আছে, কন্যারা ভীষ্ম পিতামহকে তীরবিদ্ধ করেছিল। আবার এটাও দেখিয়েছে যে তীর মারার ফলে গঙ্গা বেরিয়ে এসেছে। এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে অন্তিমে সবাইকেই জ্ঞান অমৃত পান করিয়েছিল। মানুষ তো কিছুই জানে না। পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দেয়। বুদ্ধকেও সর্বব্যাপী বলে দেয়। একেই পাথর-বুদ্ধি বলা হয়। আমরাও আগে এইরকম ছিলাম। বাবা এসে বোঝান যে গড-ফাদারকে কখনো সাকারী কিংবা আকারী বলা যাবে না, উনি হলেন নিরাকার। তাঁকে সুপ্রিম সোল (পরম আত্মা) বলা হয়। অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা ভক্তি করেছ। বলা হয়-ভক্তি করতে করতে ভগবানকে পাওয়া যাবে। তাহলে নিশ্চয়ই ভক্তি করার ফলে দুর্গতি প্রাপ্ত হয় এবং তারপর বাবা আসেন সদগতি দেওয়ার জন্য। তাঁকে সকলের সদগতিদাতা বলা হয়। মানুষ তো জানেই না যে পরমাত্মা কবে কোন রূপে আসেন। বলে দেয়, দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের রূপে আসেন। একেই ঘোর অন্ধকার বলা হয়। কথিত আছে - কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করা হলেও তার ঘুম ভাঙেনি। বাবা এখন নির্দেশ দিচ্ছেন - পবিত্র হও এবং সরাসরি ভগবানের কাছ থেকে গীতা শোনো। ৭ দিনের জন্য আলাদা ঘরে বসাও। দান দিলে গ্রহণ কেটে যাবে। এখন সবার ওপর ৫ বিকারের গ্রহণ লেগেছে, তাই পতিত হয়ে গেছে। রাবণের রাজত্ব, তাই না? বাবা এখন বলছেন - বাচ্চারা, তোমরা কেবল আমার হও, অন্য কারোর নয়। শ্রী শ্রী ১০৮ এর শ্রীমৎ অনুসারে চললে তোমরা ১০৮ বিজয়মালার দানা হয়ে যাবে। আমি মালার দানা হই না। আমি তো সকলের থেকে আলাদা, ফুল হল এর নিদর্শন। ব্রহ্মা এবং সরস্বতী হল যুগল দানা। এটা তো প্রবৃত্তি মার্গ। যারা নিবৃত্তি মার্গের পথিক তারা এই মালার দানায় আসতে পারবে না। তবে ওরা পবিত্রতা ধারণ করে যেটা প্রশংসনীয়। কিন্তু এইসব গুরুরা কখনো সদগতি দিতে পারবে না। কেবল সদগুরুই হলেন সদগতিদাতা। সদগুরুকে অকাল (অমর) বলা হয়। তাই পরমাত্মাকেই সদগুরু বলা যাবে। কারণ সাকার গুরুরা তো অকালমূর্তি হতে পারে না। লৌকিক বাবা, শিক্ষক এবং গুরুকে কাল (মৃত্যু) গ্রাস করে। আমাকে কাল (মৃত্যু) খেতে পারবে না। বাবা কত সুন্দর সুন্দর বিষয় বোঝান। যে এত সহজ সহজ কথাও বুঝতে পারে না তাকে বাবা বলেন - ঠিক আছে, কেবল বাবাকে স্মরণ কর। চক্রকেও স্মরণ করতে হবে। বাবার সাথে উত্তরাধিকারকেও তো স্মরণ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করলে বিকর্ম ভস্ম হবে। এখন তো বাবা সম্মুখে এসেছেন। বাবাকে অশরীরী বলা হয়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শঙ্কর সবারই নিজস্ব শরীর রয়েছে। কিন্তু আমার নিজের কোনো শরীর নেই। তোমাদের তো মামা-কাকা সবাই আছে। আমার কোনো মামা-চাচা নেই। আমিও এখানে আসি। কিন্তু তোমরা কিভাবে আসো আর আমি কিভাবে আসি। গড-ফাদারকে আহ্বান করে। কিন্তু আমি কোথা থেকে আসি? পরমধাম থেকে, যেখান থেকে তোমরা আসো, যাকে ব্রহ্মান্ড বলা হয়। এই সময়ে তোমরা

ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলীরা হলে রুদ্র যজ্ঞের রক্ষক। তাহলে তো তোমরাও রাজযোগের শিক্ষা দেওয়ার এবং রাজযোগ শেখানোর টিচার হয়ে গেলে, তাই না? আচ্ছা!

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মালার দানা হওয়ার জন্য 'কেবল শিববাবা ছাড়া আর কোনো কিছুই আমার নয়' - এই ধারণাকে মজবুত করতে হবে। স্মৃতিলব্ধা হতে হবে।

২) পুরোপুরি শ্রী শ্রী ১০৮ শিববাবার শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হবে। 'আমার-আমার' ভাবকে ত্যাগ করে গ্রহন থেকে মুক্ত হতে হবে।

বরদান:- সর্বশক্তির জন্মগত অধিকারকে সর্বদা কার্যে প্রয়োগ করে মাস্টার সর্বশক্তিমান হও।

সর্বশক্তি হল বাবার সম্পত্তি এবং সেই সম্পত্তির ওপর বাচ্চাদের অধিকার আছে। যার ওপর অধিকার থাকে তাকে যেভাবে চালাও সেইভাবেই চলবে। এইরকম সকল শক্তিও যখন অধিকারে থাকবে তখন নম্বর ওয়ান বিজয়ী হতে পারবে। তাই চেক করে দেখ যে প্রত্যেক শক্তি কি সঠিক সময়ে কাজে আসছে? প্রত্যেক পরিস্থিতিতে অধিকারের সাথে শক্তি সমূহকে ব্যবহার কর। যদি অনেক সময় ধরে শক্তিরূপী রচনাকে কার্যে প্রয়োগ করার অভ্যাস থাকে, তাহলেই মাস্টার সর্বশক্তিমান বলা যাবে।

স্লোগান:- উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়া কোনো মহান কার্য হওয়া সম্ভব নয়।